

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৯৯৩

১/ বিবিধ

আরবী

من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له
باطل

رواه ابن حبان في " المجروحين " (1 / 151 - 152) وعنه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " : حدثني إبراهيم بن سعيد القشيري عن أحمد بن علي بن سلمان المروزي عن (سعيد بن) عبد الرحمن المخزومي عن سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ابن حبان في ترجمة المروزي هذا : " هذا الحديث لا أصل له ، وأحمد بن علي بن سلمان لا ينبغي أن يشتغل بحديثه " . ونقله الزيلعي في " نصب الراية " (2 / 19) والحافظ في " اللسان " ولم يعلق عليه بشيء وابن سلمان هذا ترجمه الخطيب أيضا (4 / 303) وقال : قرأت بخط الدارقطني - وحدثنيه أحمد بن محمد العتيقي عنه - قال : أحمد بن علي بن سلمان المروزي متروك يضع الحديث

قلت : وقد روي موقوفا على زيد بإسناد خير من هذا ، أخرجه البيهقي في " سننه " (2 / 163) من طريق الحسين بن حفص عن سفيان عن عمر بن محمد عن موسى بن سعد عن ابن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت قال : فذكره موقوفا . قلت : وهذا سند رجاله ثقات غير ابن زيد بن ثابت ، فلم أعرفه ، والظاهر أنه سعد والد موسى المذكور في هذا الإسناد فإنه موسى بن سعد بن زيد بن ثابت ، فإن كان هو ، فهو مجهول لا يعرف في شيء من

كتب الرجال، ولا ذكر في الرواة عن أبيه، وقد روى عن أبيه أخواه خارجه وسلمان كما في " التهذيب " ولم يذكر معهما سعدا هذا. والله أعلم وقد أشار البيهقي إلى تضعيف هذا السند فقال: " وهذا إن صح بهذا اللفظ - وفيه نظر - فمحمول على الجهر بالقراءة، والله تعالى أعلم. وقد خالفه عبد الله بن الوليد العدني فرواه عن سفيان عن عمر بن محمد عن موسى بن سعد عن زيد لم يذكر أباه في إسناده. قال البخاري: لا يعرف بهذا الإسناد سماع بعضهم من بعض ولا يصح مثله

قلت: والعدني هذا قال الحافظ: صدوق ربما أخطأ، ولم يحتج به مسلم، بخلاف الحسين بن حفص فإنه صدوق احتج به مسلم، فروايته أرجح، وفيها المجهول كما عرفت فلا يصح الحديث لا مرفوعا ولا موقوفا والموقوف أشبه. نعم أخرج البيهقي بسند صحيح عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال: لا أقرأ مع الإمام في شيء، وقال: " أخرجته مسلم، وهو محمول على الجهر بالقراءة مع الإمام، والله أعلم

قلت: هذا حمل بعيد جدا، وإنما يحمل على مثله التوفيق بين الأثر والمذهب! وإلا فكيف يؤول بمثل هذا التأويل الباطل الذي إنما يقول البعض مثله إذا كان هناك من يرى مشروعية جهر المؤتم بالقراءة وراء الإمام، فهل من قائل بذلك حتى يضطر زيد رضي الله عنه إلى إبطاله؟! اللهم لا، ولكنه التعصب للمذهب عفانا الله منه، وإن مما يؤكد

بطلانه أن الإمام الطحاوي رواه (1 / 129) من الطريق المذكور عن زيد بلفظ: " لا تقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات "! وأما عزوه لمسلم ففيه نظر، فإني لم أجد عنده، والله أعلم

বাংলা

৯৯৩। যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে পাঠ করবে তার সালাতই হবে না।

এটি বাতিল।

এটি ইবনু হিব্বান "আল-মাজরুহীন" (১/১৫১-১৫২) গ্রন্থে এবং তার থেকে ইবনুল জাওয়ী "আল-ইলালুল মুতানাহিয়াহ" গ্রন্থে ইবরাহীম ইবনু সাঈদ আল-কুশায়রী হতে তিনি আহমাদ ইবনু আলী ইবনে সুলায়মান আল-মারওয়ায়ী হতে তিনি সাঈদ ইবনু আবদির রহমান আল-মাখযুমী হতে তিনি সুফিয়ান ইবনু ওয়াইনাহ হতে তিনি ইবনু তাউস হতে তিনি তার পিতা হতে ... বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান মারওয়ায়ীর জীবনীতে বলেনঃ এ হাদীছটির কোন ভিত্তি নেই। আহমাদ ইবনু আলী ইবনে সুলায়মানের হাদীছের সাথে ব্যস্ত হওয়া উচিত না।

হাদীছটিকে যায়লাঈ "নাসবুর রায়াহ" (২/১৯) গ্রন্থে এবং হাফয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে উল্লেখ করে তার উপর কোন টীকা লাগাননি।

ইবনু সুলায়মানের জীবনী আল-খাতীবও (৪/৩০৩) বর্ণনা করে বলেছেনঃ আমি দারাকুতনীর লিখায় পড়েছি - তার থেকে আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-উতায়কী আমাকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ আহমাদ ইবনু আলী ইবনে সুলায়মান আল-মারওয়ায়ী মাতরুক, হাদীছ জালকারী।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হুসাইন ইবনু হাফস সূত্রে ... য়য়েদের (রাঃ) উপর মওকুফ হিসাবে এর চেয়ে ভাল সনদে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। এটি বাইহাকী "সুনান" (২/১৬৩) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তাতে ইবনু য়য়েদ ইবনে ছাবেত ব্যতীত সকলে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। এই য়য়েদকে আমি চিনি না। বাহ্যিকভাবে যা বুঝা যায় তা হচ্ছে এই যে, তিনি মূসার পিতা সা'আদ। তিনি যদি সেই হন তাহলে তিনি মাজহল। বাইহাকী এ সনদটি দুর্বল হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ এ বাক্যে যদি সহীহ হয় (তাতে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে) তাহলে এর দ্বারা বুঝতে হবে শুধুমাত্র যেহরী সালাতের ক্ষেত্রে। এই মওকুফ সনদটিতে আব্দুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ আল-আদানী তার (হুসাইন ইবনু হাফসের) বিরোধিতা করেছেন। সাআদের পিতা হতে কথাটি উল্লেখ করেননি।

ইমাম বুখারী বলেনঃ এ সনদের বর্ণনাকারীগণ একে অন্যের নিকট হতে শবণ করেছেন বলে জানা যায় না। এরূপ সনদ সহীহ হতে পারে না।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এই আদানী সম্পর্কে হাফয ইবনু হাজার বলেনঃ তিনি সত্যবাদী কখনও কখনও ভুল করতেন। তার দ্বারা ইমাম মুসলিম দলীল গ্রহণ করেননি। অপর পক্ষে হুসাইন ইবনু হাফস সত্যবাদী তার দ্বারা ইমাম মুসলিম দলীল গ্রহণ করেছেন। তার বর্ণনায় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। অথচ আপনারা জেনেছেন তাতে মাজহল বর্ণনাকারী রয়েছে। অতএব হাদীছটি মারফু ও মওকুফ কোনভাবেই সহীহ নয়। তবে মওকুফের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

বাইহাকী আতা হতে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি য়য়েদ ইবনু ছাবেত (রাঃ)-কে ইমামের সাথে পাঠ করার বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি বলেনঃ আমি ইমামের সাথে কিছুই পাঠ করি না। অতঃপর তিনি বলেছেনঃ এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। তিনি (বাইহাকী) এটিকে ইমামের সাথে যেহরী সালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন, এ কথায় বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ আমি এটিকে তার নিকট পাচ্ছি না।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71872>

📄 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন